আমাদের সময়

তারিখ ... 06 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ...

অবকাঠামোহীন কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর

মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায় পাঠপদ্ধতি

এম এইচ রবিন ●

সরকারি কলেজগুলোয় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও নতুন বিষয় খোলার বিষয়ে রয়েছে সমন্বয়হীনতা। দেশের উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কলেজগুলোয় প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এমন উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। জেলা শহরে অবস্থিত সরকারি কলেজগুলোয় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রাখার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র আমাদের সময়কে জানিয়েছে, সরকারি কলেজে পদ সৃজন ও বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন বিষয় খোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারা দেশে একটি সমীক্ষা করে। ২৩টি অঞ্চলের মনোনীত ২৩ কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত কমিটি দেশের প্রতিটি সরকারি কলেজে গিয়ে এই সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে।

প্রতিবেদনটি নিয়ে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, সচিব মো. নজরুল ইসলাম খানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানান, সরকারি কলেজে নতুন করে আরও দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা বাড়িয়ে করা হচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার। একই সঙ্গে সম্মান ও সমমানের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নতুন আরও ৪৫টি বিষয়। উচ্চশিক্ষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও উন্নত করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মোল্লা জালাল উদ্দিন জানান, কোনো কিছুই এখনো চূড়ান্ত নয়। নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি ও নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একটি মাত্র বৈঠক হয়েছে। সেখানে এসব বিষয়ে প্রস্তাব হিসেবে এসেছে। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সেমিনারের আয়োজন করে সবার মতামত নেওয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশে ৩০৫টি সরকারি কলেজে ১২ লাখ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব কলেজে শিক্ষক রয়েছেন ১৪ হাজার ৮২০। অর্থাৎ ৮৭ শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছেন গড়ে মাত্র এক শিক্ষক। ফলে শিক্ষক বৃদ্ধি করা জরুরি। শিক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায় পাঠপদ্ধতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কমিটির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে– সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ১৪ হাজার ৮২০ থেকে ১০ হাজার ১৪৭ জন বাড়িয়ে ২৪ হাজার ৯৬৭ জন করার। এর মধ্যে বর্তমানে অধ্যাপক রয়েছেন ৫০৩ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ২ হাজার ৬০৬ জনের। সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন ২ হাজার ২০১ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ হাজার ৭৯৪ জনের। সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন ৪ হাজার ১৮৮ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৭ হাজার ৯২৮ জনের। প্রভাষক হিসেবে রয়েছেন ৭ হাজার ৯২৮ জন, প্রস্তাব করা হয়েছে ৮ হাজার ৫১৭ জনের। আরও বলা হয়, বর্তমানে সরকারি কলেজগুলোয় ৬৭টি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। আরও ৪৫টি বিষয় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন করে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা বিষয়গুলোর জন্য ২ হাজার ৩২৫ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এর মধ্যে অধ্যাপক ২২৭, সহযোগী অধ্যাপক ৪৬৫, সহকারী অধ্যাপক ৭২৬ ও প্রভাষক ৯০৭ জন।

এ বিষয়ে মোল্লা জালাল উদ্দিন বলেন, কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব এসেছে। এগুলো আমরা বিবেচনা করছি। আমরা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো বিষয় যুক্ত করার চিন্তা করছি।

সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিচ্ছিন্নভাবে সরকারি কলেজগুলোয় বিভিন্ন বিভাগে পদ সৃষ্টি ও নতুন বিষয় খোলার বিষয়ে সমন্বয়হীনতা ছিল। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কলেজগুলোয় প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে– যা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়নে কার্যকর ও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই জেলা শহরে অবস্থিত সরকারি কলেজগুলোতেই স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রাখা শ্রেয়।

প্রস্তাবিত নতুন সাবজেক্ট হচ্ছে ইনটেরিয়র ডিজাইনিং অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিজ্ঞান, আইন, ফ্যাশন ডিজাইনিং, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ফার্মেসি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শিক্ষা, সংগীত ও নাট্যতত্ত্ব, মানবসম্পদ উন্নয়ন, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও শিশুবর্ধন, ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, গাইডেন্স অ্যান্ড কাউন্সিলিং, চারু ও কারুকলা, প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্রাকটিস, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, শিক্ষা ও গবেষণা, ব্যবসায় শিক্ষা, আরবি সাহিত্য এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ফিসারিজ, ফরেস্ট্রি, ল্যান্ড স্কেপিং, ব্যাংকিং অ্যান্ড বিমা, নৃবিজ্ঞান, নৃত্যকলা, শব্দপ্রযুক্তি, লোকপ্রশাসন, প্রফেশনাল এথিকস, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, সংগীত ও যোগাযোগ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, আদ-দাওয়া আল ইসলামিয়া, ইসলামি দর্শন, মঞ্চ ও অনুষ্ঠান যোগাযোগ, গার্মেন্টস অ্যান্ড টেকনোলজি, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়াটেটিক্স, আরপি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইত্যাদি।